জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮ই চৈত্র বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 22nd Mar. 1961 | ৪২শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক ঃ

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M. I.

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

যুগাধিক কালের সু-শাসনের কেলেঙ্কারি

—•—

ইংরাজ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতকে স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছে। শুধু স্বাধীনতা নয়, তার সঙ্গে সহস্র কোটির বেশী টাকাও দিয়া গিয়াছে, আজ একবার শাসকদের যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে সে সব টাকা কি হলো? বার বৎসর চলে গেছে। হুজুররা সব উড়তি খাতে খরচ লিখে তবিল মিল করে দিয়ে দন্ত-বিকাশ করে আত্মপ্রসাদ দেখিয়ে বাহাদুরী করা ছাড়া কাজের মত কাজ কিছুই দেখাতে পারবে না। সারা ভারতের কথা ছেড়ে দিয়ে ভারতের বকেয়া রাজধানী কলকাতায় এসে দেখুন বেঁচে থাকার মত কিছু এরা করেনি। এক নূতন রাইটার্স বিল্ডিং ও টেলিফুঁকের ঘর করতে কত টাকা ফুঁকে দিয়ে পরের ধনে পোদ্দারীর কিস্মত দেখিয়ে বাহবা নিবে? যদি এদের বল—ধর্ম্মাবতারগণ যখন কেউ জেলে, কেউ গা ঢাকা দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন ইংরাজ ঐ লাল রঙের রাইটার্স বিল্ডিঙে সারা ভারতবর্ষ মায় এখনকার পাকিস্থান শুদ্ধো বুটের তলায় রেখে শাসন ক'রে গেছে। হুজুরদের উপাস্য দেবতার মত ত্যাগী বাপুজীকে, যিনি সামান্য বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতেন, দিনে তের পয়সার খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করতেন বলে, ঘোষণা করা হতো, তাঁকেও আততায়ীর বন্দুকের গুলি হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

জীবের বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ খাদ্য। সেই খাদ্য যে মানুষের তুলনায় অতি কম, তা না বৃদ্ধি করিলে মানুষ খাবে কি? এ ভাবনা না ভেবে যারা গগনভেদী তের তলা বাড়ীতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যস্ত। এঁদের প্রকৃতির লোকদের "পিরামিড বিল্ডার" বলে।

মাঝ সমুদ্র হ'তে মাছ ধরে লোককে মাছ খাওয়াবে বলে ইউরোপ হতে মাছ ধরা জেলে ও জাহাজ এনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ যারা করে তাদের পরের ধনে পোদ্দারী দেখে একঝি-এর কথা মনে পড়ে হাসি পায়। ঝিকে একজন জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—দিদি তুমি যদি অনেক টাকা পাও তবে কি কর? সে উত্তর দিয়েছিল—তখন আমি কলসী নিয়ে হেঁটে জল আনবো না। আমার ঝিয়ের কোলে চড়ে সোণার কলসীতে জল আনবো।

কিছুদিন আগে খাদ্যের নীতিতে ব্যর্থ হয়ে খাদ্যমন্ত্রীকে আড়ালে রেখে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অক্ষমতা স্বীকার ক'রে কার আদর্শে স্বীকারের বর্ণাশুদ্ধি শিকার করে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত মানুষ শিকারে মন দিয়ে পশ্চিম বাংলা বিশেষতঃ কলকাতা হাওড়ায় ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। এঁরা স্বাধীনতার পর সার কেলেঙ্কারীর অপরাধীকে, জীপ কেলেঙ্কারীর আসামীকে মোটা মোটা মাহিনার পদ দিয়ে পুরস্কৃত করে কেলেঙ্কারীকে আরও কলঙ্কিত করিতে ইতস্তত করেন নি। হালে প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় সংবিধান অমান্য করিয়া পাকিস্থানকে বেড়ুবাড়ী পরগণা দান করে পুণ্য অর্জ্জনে পশ্চিম বাংলার বিধানমণ্ডলী কর্ত্তৃক ধিক্কৃত হইয়া এখনও সে দান বজায় রাখিবার জেদ ধরিয়া পশ্চিম বাংলার মুখ্য-মন্ত্রীর আনুকূল্য লাভ করিয়াছেন তবুও এই দানকর্ম্ম সমাপ্ত হয় নাই।

মুনি-শুনী-কথা

(মুনি=তপস্বী, শুনী=কুকুরী)

—•—

অতি প্রাচীনকালে এক মুনি বনে আশ্রম করিয়া নিজের তপস্যা ও ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত করিতেন। কোথা হইতে এক বন্য কুকুরী আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া যেন তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় ভিক্ষা করিল। মুনি কুকুরীর অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে স্থান দিলেন। মুনিবর প্রত্যহ আহারান্তে নিজের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যাদি তাহাকে প্রদান করিতেন। তাহাতেই তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত।

মুনিবর যখন নদীতটে স্নান-ধ্যানার্থে গমন করিতেন, পূর্ব্বে কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া যাইতেন। এই হীন প্রাণী আসার পর আর দ্বার বন্ধ করিতেন না। কুকুরকে সাধু ভাষায় "শুনি" বলে। কুকুরীটির নাম রাখিলেন 'শুনী'। শুনী আসার পর তাঁহার আশ্রমের কুটিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মনুষ্য বা অন্য কোন প্রাণী কুটির প্রান্তে আসিবামাত্র শুনীর কোন সন্দেহ হইলে সে চীৎকার করিয়া মুনিকে জানাইয়া দিত। মুনি শুনীর আসার পর যেন একটি সঙ্গী পাইয়া তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন। বাক্‌শক্তি-হীন কুকুরী মুনির ভাষা অনেক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। নিরীহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্যজন্তু বা পক্ষীর প্রাণ বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাইতে দেখিলেই মুনিবর তাহাকে নিষেধ করিয়া ইঙ্গিত করিলেই শুনী কোন প্রাণীকে আক্রমণ করিত না। বন্য কুকুরী নিরামিষ আহার তাহার অভ্যস্ত নয়, কাজেই আমিষ না খাইয়া তাহার দেহ কৃশ হইয়া গেল। তপোবনের প্রান্তে এক শ্মশান ছিল তপোবনের অনতিদূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীরা সেই শ্মশানে শব-সৎকার করিত। মুনিবর তাঁহার শুনীকে সেই শ্মশানে লইয়া গিয়া অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহা-বশেষ দেখাইয়া উহা ভক্ষণ করিবার ইঙ্গিত করিলেন। তদবধি শুনী প্রায় শ্মশানে গিয়া তাহার আমিষস্পৃহা মিটাইয়া স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। গলিত শবদেহ সংস্পর্শে শুনীর দেহ হইতে দুর্গন্ধ পাওয়া যাইত। মুনির তাহাতে অস্বস্তি হইত।

একদিন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—এই কুকুরীকে তিনি যোগবলে একটু একটু করিয়া উন্নত করিয়া মানবী-দেহ প্রদান করিবেন।

এক পুণ্য তিথিতে হোমের ব্যবস্থা করিয়া শুনীর দেহে যজ্ঞ-বারি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "মর্কটী ভব" শুনী তৎক্ষণাৎ বানরী দেহ পাইয়া বৃক্ষের উপর উঠিয়া বসিল। মুনির আদেশ করিতে সেই বানরী বৃক্ষ হইতে ফলাদি সংগ্রহ করিয়া মুনির

সেবার জন্য আনিয়া দিত। শুনী তাঁহার কৃপায় কুক্কুরী দেহ হইতে বানরী দেহ পাইয়া একটু উন্নীত হইয়াছে। মুনিবর তাহাকে ইচ্ছা করিলেই মানবীতে পরিণত করিতে পারিতেন। হঠাৎ এত উন্নতি বিষক্রিয়া করিতে পারে বলিয়া অন্য এক পুণ্য তিথিতে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বানর দেহ হইতে একটু বৃহত্তর দেহ দিবার জন্য তাহার দেহে যজ্ঞ-বারি সিঞ্চন করিয়া বলিলেন—'বরাহী ভব''। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শুনী প্রকাণ্ড এক শূকরীতে পরিণত হইল। শূকরী হইয়া শুনী জলে, স্থলে, কর্দ্দমে বিচরণ করে। তাহার বিষ্ঠাভক্ষণ মুনিবরের রুচি বিগর্হিত মনে হওয়ায় অন্য এক পুণ্য তিথিতে তাঁহার শুনীকে মাতঙ্গ দেহ প্রদান করিলেন। মাতঙ্গী-রূপা শুনী তাহার আশ্রয়দাতা মুনিকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নানা দেশ, নানা তীর্থ ভ্রমণ করাইয়া আনিল। মুনিবর তাঁহার তপস্যা বলে সৃষ্ট কুক্কুরীকে এইবার মানব দেহ প্রদান করিবার সংকল্প করিয়া যজ্ঞ সমাপনান্তে তাঁহার পালিতা শুনীকে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কামিনী-দেহ অর্পণ করিলেন।

মুনিবর তাঁহার তপস্যা-প্রসূত রূপ-যৌবন-সম্পন্না শুনী যখন তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণতা হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিল তপস্বীর তপস্যা তখন সমস্যায় পরিণত হইল। এই কন্যাদায় যে আমার স্বকৃত কর্ম্মের পরিণাম! সেইদিন হইতে কন্যাকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করিলেন। মুনির আশীর্ব্বাদ ও যত্নে তাঁহার শুনী রূপযৌবন সম্পন্না বিদুষী মুনি তনয়ায় রূপান্তরিত হইল।

মুনিবর আজ কুক্কুরীর প্রতি স্নেহ দৌর্ব্বল্যের জন্য কন্যাদায়ে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।

ঘটনাক্রমে একদিন এক রাজপুত্র মুনির তপোবনে মৃগয়ার জন্য মৃগের সন্ধানে আসিয়া উপনীত হইলেন। নদীর ধারে তিনি দেখিলেন—এক অনিন্দ্যসুন্দরী কামিনী জলপূর্ণ কুম্ভকক্ষে আশ্রমের দিকে গমন করিয়াছেন। রাজকুমার আসিয়াছিলেন মৃগের সন্ধানে। রাজপুত্রের আঁখি-পাখী পতিত হইল মুনিকন্যা শুনীর রূপের ফাঁদে। তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিজের অজ্ঞাতসারে কামিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে বাধ্য হইলেন। মুনির কুটিরে প্রবেশ করিল কুম্ভকক্ষে আশ্রম বালিকা শুনী। রাজপুত্র মুনির পদমূলে শির স্থাপন করিয়া কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি ওটি তাঁদের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজকুমার কি এই তাপস-কন্যাটিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে? রাজপুত্র সম্মতি দিবামাত্র শুনীকে ডাকিয়া মুনিবর দুইগাছি মালা গাঁথিতে আদেশ করিলেন। মালা তখনি উভয়ে উভয়ের গলদেশে অর্পণ করিয়া গান্ধর্ব মতে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কুমারের মৃগয়া-যাত্রা এবার সার্থক হইল বলিয়া তিনি সস্ত্রীক মুনি চরণে বিদায় লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল। রাজার বাড়ীতে এমন উৎসব হইল যে ইতিপূর্ব্বে এমন কখন কেহ দেখে নাই।

মুনির শুনী আজ রা রাণী। সুখে শান্তিতে দিন যাইতেছে। কি জানি যে ভাগ্যবিধাতা এই ভাগ্য বিধান করিয়াছেন তিনি অপ্রসন্ন হইলে সুখের বৈপরীত্য খুব নিকটস্থ হইতে দেরী হয় না।

একদিন রাজা দেখিলেন তাঁহার শয়ন-পালঙ্কে রাণী নাই। অনেকক্ষণ পরে আসিলে জিজ্ঞাসা করায় রাণী উত্তর দিলেন—খুব আমাশয় হ'য়ে বাথরুমে দেরী হয়েছে। এই ঘটনা বহুদিন ঘটিতে দেখিয়া রাজা রাণীকে সন্দেহ করিয়া কপট নিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নাসিকা গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাণী শয়নাগার হইতে বাহির হইয়া যেখানে সম্প্রদায় বিশেষের শব সমাহিত করা হয় সেইখানে গিয়া এক শবদেহ তুলিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেছে। রাজার মনে শঙ্কা হইল। এ যে রাক্ষসী। ভয়ে ভয়ে শয়নকক্ষে ফিরিয়া কপট নিদ্রায় মগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রত্যুষে উঠিয়া রাজা পত্নীকে জানাইলেন—আজ তিনি মুনির আশ্রমে তাঁহার দর্শনার্থে যাইবেন। রাণী বলিলেন—অনেকদিন বাবাকে দেখি নাই আমিও যাইব।

মুনি তাহাদের উভয়কে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর রাজা মুনিকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত জানাইবামাত্র মুনি বলিলেন—তোমার কথা সব বিশ্বাস করিলাম। এই বলিয়া শুনীকে ডাকিয়া রাজাকে তাহার সমস্ত বিবরণ জানাইয়া বলিলেন—

শুনীমর্কটীবরাহী
কুঞ্জরীবরবর্ণিনী
পঞ্চ দেহান্ পরিগৃহ্য
প্রকৃতিং নৈব মুঞ্চতি।

এই কুক্কুরী এক এক করিয়া পাঁচটি দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে কিন্তু তাহার মড়া খাওয়া স্বভাব যায় নাই। এই বলিয়া একটু জল লইয়া "পুনঃ কুক্কুরী ভব" বলিয়া রাণীর দেহে জল ছিটাইয়া দিতেই সে জিহ্বা বাহির করিয়া যে শুনী ছিল সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিল।

মুনি-শুনী-কথায় যেমন মুনি রাণীকে মন্ত্রের জোরে কুক্কুরী করিয়াছিলেন। ভারতীয় যে সব সাধারণ লোক আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনকালে বাঁচিয়া থা কবেন তাঁরা যেন সাধারণতন্ত্রের ভে মন্ত্রবলে "পুনঃ বেকার ভব" বলিয়া আক্কেল দি 'সত্যমেব জয়তে''র মান বজায় রাখেন।

পাঁচ বৎসরে ২১টি নূতন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন

তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে রাজ্য সরকারগণ ২১টি নূতন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য সাময়িক পরিকল্পনা করিয়াছেন। রাজ্যগুলির সংশোধিত পরিকল্পনা পাওয়া গেলে কলেজ স্থাপনের সঠিক সংবাদ জানা যাইবে। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও পাঁচ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে এদেশের সকল ছেলে-মেয়েকে আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাহাতে সহজে বিদ্যালয়ে যাইতে পারে এমন দূরত্বের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ২৪ হাজার হইতে বাড়িয়া ২৯ হাজার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দেশে আরও পল্লী শিক্ষালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এখন ৮টি রাজ্যে ১১টি পল্লী শিক্ষালয় আছে। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে অব্যবস্থায় অসুবিধা

জঙ্গিপুর মহকুমার সদর রেল ষ্টেশন জঙ্গিপুর রোডে যাত্রিগণের অসুবিধা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ষ্টেশন হইতে হাই রোড পর্য্যন্ত রেল-কর্ত্তৃপক্ষের রাস্তা বহুদিন মেরামত না হওয়ায় রিক্সা, মোটর, গোগাড়ী প্রভৃতি যানবাহন চলাচলে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে রেলের জেনারেল ম্যানেজার পরিদর্শন জন্য এখানে আগমন করায় রঘুনাথগঞ্জ সহরের কতকগুলি ভদ্রলোক রাস্তা, প্লাটফরম, প্লাটফরম সেড ও ওভারব্রীজ তৈরী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি সত্বর রাস্তা নির্ম্মাণের আশ্বাস দেন। পরে ঐ রাস্তায় কিছু সুরকী ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে ঐ রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হইয়াছে। উহা অচিরে সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন।

রাত্রিকালে দুইটী হ্যাসাগ লাইট জ্বালাবার নির্দ্দেশ থাকা স্বত্ত্বেও আলো দুইটী জঙ্গিপুর রোড হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে যাত্রিগণের কষ্টের সীমা থাকে না।

ডাউন প্লাটফরম উঁচু না হওয়ার জন্য যাত্রিগণের উঠানামায় বিশেষ কষ্ট হইতেছে।

রাত্রিকালে প্রায়ই আপ প্লাটফরমে মালগাড়ী থাকে। ডাউন ট্রেনের যাত্রিগণকে ট্রেণ হইতে নামিয়া অন্ধকারে অনেক দূর পথ ঘুরিয়া রিক্সার জন্য ষ্টেশন প্লাটফরমে আসিতে হয়। অনেক সময় অযথা রাস্তা ঘুরিতে বিলম্বের জন্য রিক্সা পাওয়া যায় না। রাত্রিকালে রিক্সা অভাবে যাত্রিগণের দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। আমরা উপরোক্ত বিষয়সমূহে রেল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিষ্টান্নে রঙ করার জন্য মেটালিন ইয়েলো ব্যবহার অপরাধজনক

জিলাপী, বুঁদিয়া ইত্যাদি মিষ্টান্নে রঙ করার জন্য মেটানিল ইয়েলো (বাংলায় 'কিশোরী' বলিয়া অভিহিত) ব্যবহার বহুল প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে। উহা বিষাক্ত এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া জানা গিয়াছে। সেই কারণে খাদ্যদ্রব্য রঞ্জন কার্যে মেটানিল ইয়েলো ব্যবহার করা উচিত নয়। এখানে আরো উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৫৫ সালের খাদ্যে ভেজাল নিরোধ নিয়মাবলী অনুসারে খাদ্য রঞ্জক হিসাবে মেটানিল ইয়েলো ব্যবহার নিষিদ্ধ।

খাদ্যে ভেজাল নিরোধ আইন, ১৯৫৪ অনুসারে খাদ্যবস্তু রঙ করিবার জন্য মেটানিল ইয়েলো অথবা অন্যান্য নিষিদ্ধ রঙ ব্যবহার অপরাধ বিশেষ। খাদ্যে ভেজাল নিরোধ আইনের (১৯৫৫)-এর ২৬, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ নিয়ম অনুসারে ব্যবহারের যোগ্য রঙ এবং সেগুলির ব্যবহারে বাধা নিষেধ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে (ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রক)।

—প্রেসনোট

ধান্য ও চাউল লাইসেন্স রিনিউ

পশ্চিম বঙ্গ ধান্য ও চাউল লাইসেন্সের মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইবে। জঙ্গিপুর মহকুমার যাঁহারা গ্রুপ বি বা গ্রুপ বি (১) লাইসেন্স রিনিউ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ৩১শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার কন্ট্রোলারের অফিসে নির্দ্ধারিত ফরমে এক টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পসহ আবেদন করুন। উক্ত তারিখের পর দরখাস্ত করিলে উহা নূতন লাইসেন্সের দরখাস্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

সংশোধন

লোক সহায়ক সেনা ক্যাম্পে ১৯৬৯ শীর্ষক সংবাদের যে স্থানে "ক্যাম্পে যোগদানের সময় এবং ট্রেণিং শেষে বাড়ী যাবার সময় রাস্তা খরচ দেওয়া হইবে" বলা হইয়াছে সেই স্থানে এইরূপ পড়িতে হইবে "ক্যাম্পে যোগদানের জন্য এবং ট্রেণিং শেষে বাড়ী ফিরিবার জন্য কোনরূপ রাস্তা খরচ দেওয়া হইবে না।" অধিকন্তু শিক্ষার্থীগণের প্রত্যেকের একটি করিয়া বিছানা সঙ্গে আনা অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক।

পূর্ণপাত্র শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

M.P. 643

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ — সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা, নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ – কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

"ভোলানাথ ধাম" – ৩৩।৩, বিডন ষ্ট্রীট, ও ৮৩, সিমলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা; ৩৮—১, পাটুয়াটুলি, ঢাকা

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

১। লালগোলা হইতে জঙ্গীপুর রুটের যাত্রীবাহী গাড়ীর পারমিটধারী শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় উক্ত রুটে আরও একটী স্থায়ী ট্রিপের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। রাধারঘাট হইতে কান্দি পর্য্যন্ত রুটটি জজান পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ করিবার জন্য উক্ত রুটের পারমিটধারী শ্রীসবিতাশেখর রায় চৌধুরী দরখাস্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে যদি কোন নিবেদন থাকে তবে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। নিবেদনগুলি বিবেচনা করিবার তারিখ, সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট সকলকেই যথাসময়ে জানানো হইবে।

২। বহরমপুর হইতে ডোমকল হইয়া কুশাবাড়ি-ঘাট পর্য্যন্ত যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচলের স্থায়ী রুটের পারমিটের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার কর্ত্তৃক দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। উপরোক্ত রুটের জন্য দরখাস্তসমূহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবার শেষদিন ১৯৬১ সালের ৮ই মে। স্বাক্ষর বি চৌধুরী, সচিব আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১০ই এপ্রিল ১৯৬১

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৫৪ থাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং রমণীরঞ্জন দাষ দিং দাবি ২৫ টাকা ৮৬ নং পঃ থানা সুতি মৌজে হিলোড়া ১-২৬ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১০৲ আদালত মূল্য ৩৭৫৲ খং ১৭৭৬

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ৩রা এপ্রিল ১৯৬১

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৭ স্বত্ব ডিঃ বিজনবালা দেবী দিং দেং রমেশ মণ্ডল দিং দাবি ১০৪৸৶৩ ১নং লাট থানা ফরক্কা মৌজে শ্রীমন্তপুর ৮২৪ খং এর ১০০ দাগ মধ্যে ৮ শতক আঃ ২৫ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৮২৪ খং এর ১০০ দাগ মধ্যে ৮ শতক আঃ ২৫৲

১৯৬০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বৃত্তি

প্রথম শ্রেণীর ২০৲ টাকার দশটি বৃত্তি মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা পায় নাই। তবে হিউম্যানিটিজ, চারুকলা ও বাণিজ্য পাঠক্রমের সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণীর তিনটি বৃত্তি মধ্যে শ্রীমতী রমা বসু (মহারাণী কাশীশ্বরী গার্লস এইচ এস স্কুল বহরমপুর) মাসিক ২০৲ টাকার একটি বৃত্তি পাইয়া মুর্শিদাবাদের মুখ রক্ষা করিয়াছে। ৩৫টি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিক ১৫৲ টাকার বৃত্তি মুর্শিদাবাদ জেলার ছাত্র ছাত্রী পায় নাই॥

কৃষিক্ষেত্র দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৭ই মার্চ্চ শুক্রবার জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে সুতী থানা কৃষিক্ষেত্রে "কৃষিক্ষেত্র দিবস" উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক সভার অধিবেশন হইয়াছে। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

গত ১৮ই মার্চ্চ শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষি অধ্যক্ষ শ্রীনিরঞ্জন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাগরদীঘি থানা কৃষিক্ষেত্রে "কৃষিক্ষেত্র দিবস" উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক সভার অধিবেশন হইয়াছে। সভায় বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

আমমোক্তারনামা রদ বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করানো যাইতেছে যে, ডিহিবরজ নিবাসী মৃত রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বিধবা পত্নী শ্রীলক্ষ্মীসুন্দরী সরকার, হৃষিকেশ সরকারের পুত্র শ্রীদ্বিজপদ সরকার বরাবর সন ১৩৬৫ সালের ২৩শে মাঘ তারিখে যে আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন উক্ত লক্ষ্মীসুন্দরী সরকার উক্ত আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত করিয়া দিয়াছেন। এ কারণ উক্ত আমমোক্তারনামার কোনও কার্য্যকরী থাকিবে না এবং তন্মূলে দ্বিজপদ সরকারের কোনও অধিকার থাকিল না তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত করা হইল।

শ্রীলক্ষ্মীসুন্দরী সরকার

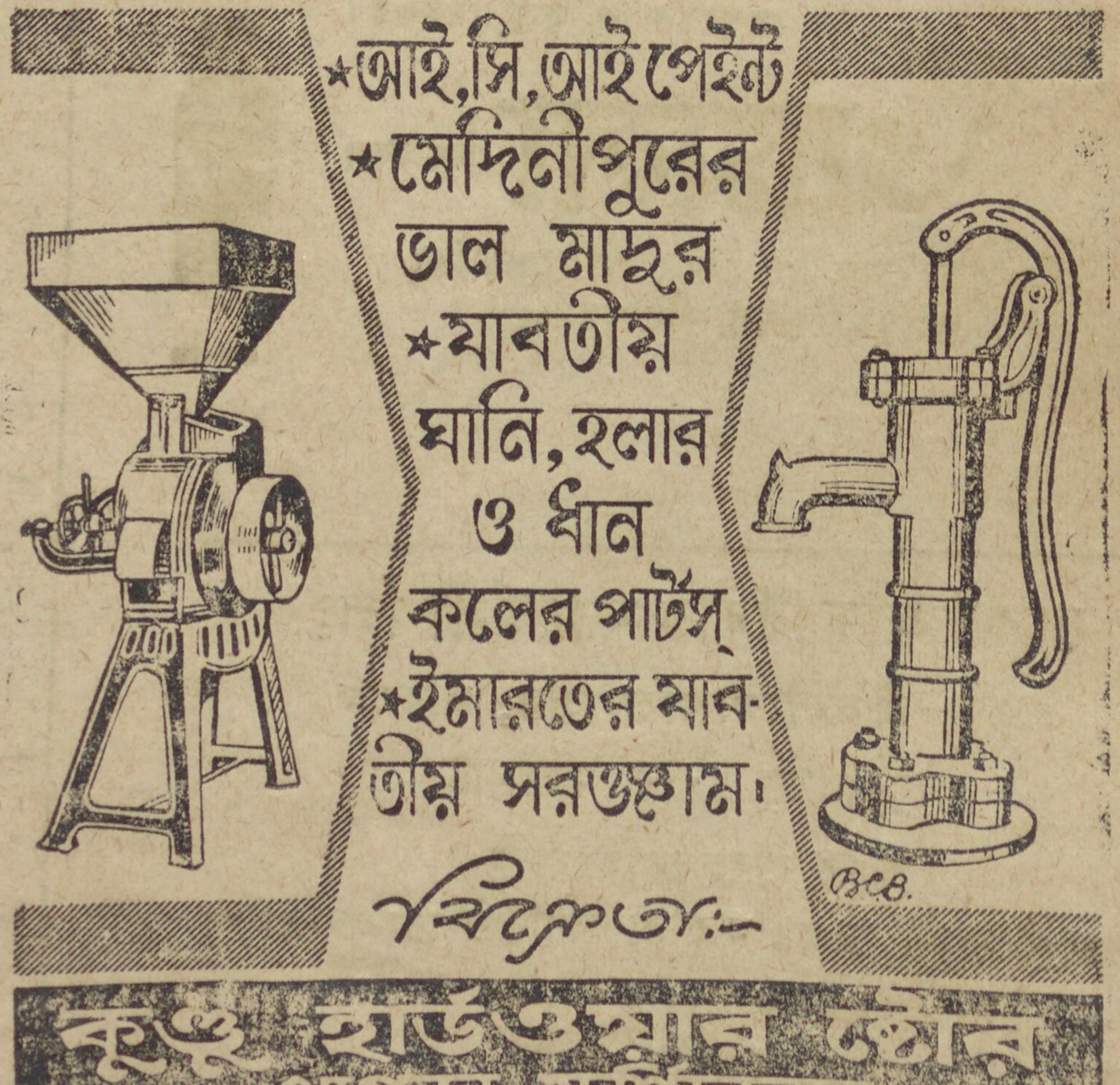

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

রঘুনাথগঞ্জ — সদরঘাট

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত যাবতীয় কবিরাজী ঔষধের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার [illegible]

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে [illegible]

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে [illegible] সরবরাহ করা হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"** চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।